সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিশ বলিল—তা হলে কি করব বল? কিছু করতে তো হবে; এমন করে—ধর—আপনাকেই বা 'পেবোধ' দিই কি বলে?

—এক কাজ করবেন?

—কি, বল?

—পাচখানা গাঁয়ের লোক ডাকুন, তারপর চলুন সকলে মিলে সদরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে!

—তাতে ফল হবে বলছ?

—দরখাস্তের চেয়ে বেশী হবে নিশ্চয়!

সকলে আপনাদের মধ্যেই আবার গুঞ্জন সুরু করিল।

পাঠশালার ছেলেরা ইতিমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, দেবু তাহাদের বলিল—এইখানেই এসেছ সব? আচ্ছা আজ এইখানেই ওই পাশে বসে সব পড়তে আরম্ভ কর। কালকে যে পত্তের মানে লিখতে দিয়েছিলাম সবাই লিখেছো তো? খাতা আন সব—রাখ এইখানে।

হরিশ ডাকিল—দেবু।

—বলুন!

—তবে না হয় তাই চল। না, কি গো? তোমাদের মত কি সব? হরিশ জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলের দিকে চাহিল!

ভবেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলিল—হরির নাম নিয়ে তাই চল সব। ধ'রে তো আর খেয়ে ফেলবে না সায়েব! আমি রাজি। বল হে সব বল, আপন আপন কথা বল সব!

মনে মনে সকলেই একটা উত্তেজনার উচ্ছ্বাস অনুভব করিল! হরেন ঘোষাল সর্বাপেক্ষা বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বুকে হাত রাখিয়া বলিল—আই য়্যাম রেডি! এস্পার কি ওস্পার, যা হয় হয়ে যাক।

—ব্যস, তাই চল, কাল সকালেই।

—হ্যাঁ! হ্যাঁ হ্যাঁ!—

এবার একটা সমবেত সম্মতি প্রায় ঐক্যতানের মত ধ্বনিত উঠিয়া পড়িল।

—কিন্তু—! ভবেশের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

—কিন্তু কি? হরিশ বলিল—আবার কিন্তু করছ কেনে?

—পাঁজিটা একবার দেখবে না? দিন-খ্যান কেমন—?

—তা বটে। ঠিক কথা।

সকলেই মুহূর্তে সায় দিয়া উঠিল!

দেবু তিক্ত স্বরে বলিল—আপনারা মানেন—কিন্তু রাজার কাজ তো পাঁজি মানে না। দশদিন যদি ভাল দিন-ক্ষণ না থাকে?

ঘোষাল উত্তেজিত স্বরে বলিল—ড্যাম ইওর পাঁজি! বোগাস্ ওসব।

দেবু বলিল—মামলার দিন থাকলে যে মঘাতেও যেতে হয়।

হরিশ একটু ভাবিয়া বলিল—তা ঠিক। রাজদ্বারে পাঁজি পুথি নাই।

দেবু বলিল—ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লে দশটা নাগাদ ঠিক কোর্টের সময়েই গিয়ে পৌছান যাবে! আপন আপন খাবার সকলে সঙ্গে নেবেন; চিঁড়ে, গুড় যে-যা পারেন। একটা দিন বৈ তো নয়!

ঠিক এই সময় চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল—গোমস্তা দাশজী, শ্রীহরি ঘোষ, ভূপাল নন্দী এবং আরও কয়েকজন; তাহার মধ্যে একজন খোকন বৈরাগী—লোকটি এ অঞ্চলে রাজমিস্ত্রীর কাজ করিয়া থাকে।

দাশজী হাসিয়া বলিল—কি গো, দেবু মাস্টারের পাঠশালায় সব আবার নতুন করে নাম লেখালেন নাকি? ব্যাপার কি সব?

কে কি উত্তর দিত কে জানে, কিন্তু সে দায় হইতে সকলকে নিষ্কৃতি দিয়া হরেন ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—উই আর গোয়িং টু দি ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট—কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাচ্ছি সব ধানকাটা না হওয়া পর্যন্ত খানাপুরী স্টপ্‌ড্—বন্ধ রাখতে হবে।

ভ্রূ নাচাইয়া দাশজী প্রশ্ন করিল—ঘোষাল মশায়ের হাত ক'টা? দু'টো না চারটে?

এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে;, ঘোষাল কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া গেল। তারপর সে-ই চীৎকার করিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণকে তুমি এত বড় কথা বল?

দাশজী সে কথার উত্তর দিল না, শ্রীহরির হাতে একখানা খবরের কাগজ ছিল, সেখানা টানিয়া লইয়া বলিল—এই দেখ। বেশী লাফিয়ো না। 'জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। সেটেলমেণ্টের কার্যে বাধা দেওয়ার অপরাধে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন।' এই নাও, পড়ে দেখ! সে কাগজখানা মজলিশের মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ঘোষালই কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া হেড লাইনে চোখ বুলাইয়া বলিয়া উঠিল—মাই গড্! পাংশু বিবর্ণ মুখে সে কাগজখানা দেবুর দিকে বাড়াইয়া দিল! দেবু কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি বলিল—আমাকে তো আপনারা বাদ দিয়েই সব করছেন ; তা' করুন। আমি কিন্তু আপনাদের কথা না ভেবে পারি না! ও সব করতে যাবেন না। পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়। তার চেয়ে চলুন বিকাল-বেলা সেটেলমেণ্ট হাকিমের সঙ্গেই দেখা করে আসি। দাশজী যাবেন, আমি যাব, মাতব্বর জন-কয়েক আপনারাও চলুন। ভাল রকমের ডালিও একটা নিয়ে যাই। মাছ একটা ভালই পড়েছে, বুঝলেন হরিশ-খুড়ো, পাকি বার সের!

বলিতে বলিতেই বোধ করি তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল! দাশজীকে বলিল—হাঁ গো, সেই ইয়ে, মানে -নুরুটার জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে তো? সবাই মিলে ধরে-পেড়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে! আর, ওই না-রাজী দরখাস্ত করা, কি, একেবারে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দরবার করতে যাওয়া—ও একরকম সরকারের হুকুমের বিরোধিতা করা। তাতে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। না কি গো?—শ্রীহরি কথাটা জিজ্ঞাসা করিল গোমস্তা দাশজীকে।

দেবু কাগজখানা দাশজীর হাতেই ফেরত দিল, তারপর মজলিশের দিকে পিছন ফিরিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত সে ছেলেদের পড়াইতে আরম্ভ করিল। সে ইহাদের জানে। ইহারই মধ্যে সব সঙ্কল্প তাসের ঘরের মত ভাঙিয়া পড়িয়াছে। সে উঠিয়া গিয়া ব্ল্যাক বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিল, এবং মুখে বলিতে লাগিল, এক মণ দুধের দাম যদি পাঁচ টাকা দশ আনা হয় -।

ও-দিকে মজলিশে আবার পরামর্শের গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। হরেন ঘোষালেরই চাপা-গলা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল—ভেরি নাইস্ হবে। ভেরি গুড পরামর্শ।

দাশজী এবার খোকন রাজমিস্ত্রীকে বলিল - ধর্, দড়ি ধর্। ভূপাল, তুই ধর্ একদিকে!

খোকন বৈরাগী খানিকটা বাবুই ঘাসের দড়ি হাতে অগ্রসর হইয়া আসিল, সর্বাগ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেব-দেবীকে প্রণাম করিল—তারপর জোড় হাতে বলিল—আরম্ভ করি তা'হলে?

দাশজী বলিল—দুগ্‌গা বলে, তার আর কথা কি? শুনছেন গো—হরিশ মণ্ডল মশায়, ভবেশ পাল! চণ্ডীমণ্ডপ পাকা করে বাঁধানো হচ্ছে। আপনারাও একটা অনুমতি দেন।

—বাঁধানো হচ্ছে? পাকা করে? সমস্ত মজলিশ-সুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল!

—হ্যাঁ। একটা কুয়োও হচ্ছে—ওই ষষ্ঠীতলায়! ঘোষমশায়, মানে, আমাদের শ্রীহরি ঘোষ গ্রামের উপকারের জন্য এই সব করে দিচ্ছেন।

শ্রীহরি নিজে হাতজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—অনুমতি দেন আপনারা সবাই!

হরিশ বলিল—দীর্ঘজীবী হও বাবা। এই তো চাই। তা, মা-ষষ্ঠীকে আর ধুলোয় মাটিতে রাখছ ক্যানে? ষষ্ঠীতলাটিও বাঁধিয়ে দাও।

শ্রীহরি বলিল বেশ তো তাও হোক। ষষ্ঠীতলা বলে খেয়ালই হয় নাই আমার।

হরিশ মজলিশের দিকে চাহিয়া বলিল—তা হ'লে সেটেলমেন্টারের সম্বন্ধে দাশজী যা বলেছেন তাই ঠিক হল; বুঝলেন গো সব? দরখাস্ত-টরখাস্ত নয়।

শ্রীহরির খুড়া ভবেশ অকস্মাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের গৌরবে ভাবাবেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, উঠিয়া আসিয়া শ্রীহরির মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল—মঙ্গল হবে, তোমার মঙ্গল হবে বাবা।

শ্রীহরি খুড়াকে প্রণাম করিল।

ঘোষাল চুপি চুপি বলিল, হি উইল ডাই—ছিরু এইবার নিশ্চয় মরবে। হঠাৎ এতবড় সাধু? এতো ভাল লক্ষণ নয়! মতিভ্রম—দিস ইজ্ মতিভ্রম!

মজলিশ ভাঙিয়া গিয়াছে। সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। ওদিকে জলখাবারের বেলা হইয়াছে। রোদ মন্দিরের চূড়া হইতে গা বাহিয়া আটচালার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়াছে। দেবু ছেলেদের ছুটি দিয়া বলিল—কাল থেকে আমার বাড়ীতে পাঠশালা বসবে, বুঝেছ? সেইখানে যাবে সবাই।

—বাঁধানো হয়ে গেলে আবার এইখানে বসবে তো পণ্ডিত মশায়?

—পাকা হোলে আবার বসবে বৈকি! যাও আজ ছুটি।

সে উঠিল, উঠিতে গিয়া তাহার নজরে পড়িল—বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী এতক্ষণে ঠুক ঠুক্ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপরে উঠিতেছে। দেবু সম্ভাষণ করিয়া বলিল—চৌধুরী মশায়, এত বেলায়?

—হ্যাঁ, একটু বেলা হয়ে গেল। সকালে আসতে পারলাম না। দরখাস্তে সই করবার ডাক ছিল!

দেবু হাসিয়া বলিল—কষ্টই সার হল আপনার, দরখাস্ত করা হল না।

চৌধুরী হাসিয়া বলিল—পথে আসতে তা সব শুনলাম। সদরে যাবার পরামর্শ হয়েছিল তা-ও শুনলাম! আবার নতুন হুকুমও শুনলাম, বিকেলে আসতে হবে। তাই চলুন, বিকেলে দেখা যাক কি হয়।

—আমি যাব না চৌধুরী মশাই।

বৃদ্ধ দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—যা পাঁচ জনে ভাল বোঝে করুক, পণ্ডিত, আপনি মন খারাপ করবেন না।

দেবু জোর করিয়া একটু হাসিল!

—চলুন পণ্ডিত, আপনার ওখানে একটু জল খাব।

—আসুন, আসুন। দেবু ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইল।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলিল—ও কিছু হবে না, পণ্ডিত! একদিন আমারও ভাল দিন ছিল—আর তখন ডালি দেওয়া তো হরিরলুটের সামিল ছিল গো। আজকালই বরং একটু কম হয়েছে। তা' দেখেছি—বিশেষ কিছু হয় না। তার চেয়ে বরং সবাই মিলে গিয়ে পড়লে—। 'কিছু হইত' এ কথাও ভরসা করিয়া বৃদ্ধ বলিতে পারিল না।

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এতটুকু সাহস নাই, মতিস্থির নাই; এরা মানুষ নয়, চৌধুরীমশায়! সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। চোখ মুছিয়া হাসিয়া সে আবার বলিল—জানেন, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক যদি সদরে যেতো, আমি বলতে পারি, চৌধুরীমশায়, কাজ নিশ্চয় হত। সায়েব নিশ্চয় কথা শুনত। প্রজার দুঃখ শুনবে না কেন? হাজরা সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে সেবার বলেছিলেন। আমার মনে আছে।

বৃদ্ধ হাসিল—আপনি মিছে দুঃখু করছেন পণ্ডিত!

—দুঃখ একটু হয় বৈ কি।

—একটা গল্প বলব চলুন।

—

জল খাইয়া কলার পেটোয় তামাক খাইতে খাইতে চৌধুরী বলিল—অনেক দিন আগে, মহাগ্রামের ঠাকুরমশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম প্রয়াগে কুম্ভ-স্নান করতে। হরেক রকমের সন্ন্যাসী দেখে অবাক হয়ে গেলাম। নাগা সন্ন্যাসী দেখলাম—উলঙ্গ বসে রয়েছে সব। কেউ বুক পর্যন্ত বালিতে পুঁতে রয়েছে, কেউ ঊর্ধ্ববাহু, কেউ বসে আছে লোহার কাঁটার আসনে, কেউ চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জেলে বসে রয়েছে। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—